আজকের কাগজ

13

তারিখ 28 JUN 1993
পৃষ্ঠা 8 কলাম 9

এখানে কয়েক বছর আগেও কোন সেশনজট ছিলো না। কিন্তু এখন প্রায় দুই বছর সেশনজটের আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। যে সব ছাত্র গত বছর ভর্তি হয়েছে তাদের ক্লাস এখনও শুরু হয়নি। এবার যারা ভর্তি হলো তারা তাদের সেশন কবে থেকে শুরু হবে কেউ কিছুই জানে না। এইসব মেধাবী ছাত্র দীর্ঘদিন ধরে ক্লাসে লেখাপড়া শুরু না হওয়ার জন্য হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অভিভাবকেরাও ছেলেদের হতাশায় অশান্তিতে ভুগছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট দূর করতে না পারলে মেধাবী ছাত্ররা বাধ্য হয়ে বিদেশে পাড়ি দেয়ার কথা ভাববেন যা দেশের জন্য মংগলজনক হবে না। কেননা এসব ছেলেরা বিদেশে চলে গেলে লেখাপড়া শেষ করে সেখানেই অবস্থান করবেন।

বর্তমান সরকার সেশনজট দূর করার জন্যে আশ্বাস দিয়েছেন। তাছাড়া বেশ কয়েক মাস থেকে শিক্ষা অংগনগুলো মোটামোটি ভাবে শান্ত আছে। আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এসব হতাশাগ্রস্থ ছাত্র ও তাদের অভিভাবকদের কথা চিন্তা করে একটু বেশি পরিশ্রম করলে সেশনজট অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হতো। ৪ বছরের কোর্স সমাপ্ত করতে ৬/৭ বছর লাগলে ছাত্ররা এবং অভিভাবকেরা হতাশাগ্রস্ত ছাড়াও আর্থিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই মেধাবী ছাত্রদের ভবিষ্যত এবং দেশে তাদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকার সেশনজট দূর করার বিষয় নিয়ে শীগ্‌গীর কিছু করবেন এই প্রত্যাশা জাতির এবং সবারই।

মাহবুবুল হক চৌধুরী
উপমহাব্যবস্থাপক
সোনালী ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বুয়েটে সেশনজট

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ এর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। যে সব মেধাবী ছাত্র দেশে থেকে লেখাপড়া করতে চান, তারাই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা নেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে।